❖ শাসনের দোষগুণ পর্যালোচনা

অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্যের মতে প্রত্যেক লেখ বা শাসনের ছয়টি গুণ থাকতে হবে এবং সেগুলি হল – ১)অর্থক্রম, ২)সম্বন্ধ ,৩)পরিপূর্ণতা, ৪)মাধুর্য, ৫)ঔদার্য এবং ৬)স্পষ্টত্ব ।(অর্থক্রমঃ সম্বন্ধঃ পরিপূর্ণতা মাধুর্যমৌদার্যং স্পষ্টত্বমিতি লেখসম্পত্)।

১) অর্থক্রম –যথাযথভাবে লেখ বা শাসনে বিষয়বস্তুর বর্ণনায় ক্রম রক্ষা করাই হল অর্থক্রম ।অর্থাৎ প্রথমে মুখ্য বা প্রধান বিষয়ের উল্লেখ এবং পরে গৌণ বা অপ্রধান বিষয়ের অবতারণা । (তত্র যথাবদনুপূর্বক্রিয়া প্রধানস্যার্থস্য পূর্বমভিনিবেশ ইত্যর্থস্য ক্রমঃ) ।

২) সম্বন্ধ – প্রস্তুত বা প্রকৃত বিষয়ের যাতে কোনরূপ বাধা না ঘটে এমনভাবে পরবর্তী বিষয়ের অবতারণা করে অগ্রসর হওয়ার নাম সম্বন্ধ ।অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব লিখিত বিষয়ের সঙ্গে পরবর্তী বিষয়ের বিরোধবিহীন সংযোগস্থাপনকে সম্বন্ধ বলা হয় । (প্রস্তুতস্যার্থস্যানুপরোধাদুত্তরস্য বিধানমাসমাপ্তেরিতি সম্বন্ধঃ ।)

৩) পরিপূর্ণতা –লেখে অর্থ, পদ, ও অক্ষরের ন্যূনতা বা আধিক্য না থাকাই হল পরিপূর্ণতা ।হেতু, উদাহরণ এবং দৃষ্টান্ত (লৌকিক বিষয় নিদর্শনরূপে উপস্থাপন) দ্বারা প্রস্তুত বিষয়ের নিরূপণ, এবং পদ ব্যাবহারে অশিথিলতা অর্থাৎ যেখানে একটি বাক্য প্রয়োগ করা উচিত, সেখানে কেবল একটি পদ দ্বারা অর্থ প্রকাশের চেষ্টা না করা । (অর্থপদাক্ষরাণামন্যূনাতিরিক্ততা হেতূদাহরণ দৃষ্টান্তৈরর্থোপবর্ণনাঽশ্রান্তপদতেতি পরিপূর্ণতা)।

৪) মাধুর্য – সহজবোধ্য ও মনোরম অর্থপ্রতিপাদক শব্দপ্রয়োগের নাম মাধুর্য । (সুখোপনীত চার্বর্থশব্দাভিধানং মাধুর্যম্)।

৫) ঔদার্য – গ্রাম্যতা দোষবর্জিত শব্দ প্রয়োগের নাম ঔদার্য । (অগ্রাম্য শব্দাভিধানমৌদার্যম্)।

৬) স্পষ্টত্ব – সুপ্রসিদ্ধ শব্দের প্রয়োগের নাম স্পষ্টতা । (প্রতীতশব্দপ্রয়োগঃ স্পষ্টত্বমিতি)।

শাসনকে যেমন গুণান্বিত হতে হবে, তেমনি হতে হবে দোষমুক্ত । লেখ বা শাসনের দোষ হল ৫ টি, যথা -১) অকান্তি ,২)ব্যাঘাত,৩)পুনরুক্ত, ৪)অপশব্দ ও ৫)সংপ্লব। (অকান্তির্ব্যাঘাতঃ পুনরুক্তমপশব্দঃ সংপ্লব ইতি লেখদোষাঃ)।

১) অকান্তি –কোন লেখ যদি মসী অর্থাৎ কালি দ্বারা লিপ্ত পত্রে বা স্বাভাবিকভাবে মলিন পত্রে লিখিত হয় এবং লেখের অক্ষর গুলি যদি অসুন্দর হয় বা বিষম হয় বা বিরাগযুক্ত হয় অর্থাৎ জলের মত কালি দিয়ে লিখিত হয়, তাহলে ঐ লেখ বা শাসন অকান্তি দোষে দুষ্ট হয় । (তত্র কালপত্রকমচারু বিষমবিরাগাক্ষরত্বমকান্তিঃ) । সুতরাং আধার ও আধেয় ভেদে এ দোষ দ্বিবিধ হতে পারে, যেমন যে পত্রে লিখিত হয় সে পত্রের ত্রুটিজনিত অকান্তি দোষ, এবং যে অক্ষর লেখা হয় সে অক্ষরের ত্রুটিজনিত সে পত্রের অকান্তি দোষ ।

২) ব্যাঘাত – লেখে বা শাসনে পূর্বে ব্যাবহৃত শব্দের অর্থের সঙ্গে পরে প্রযুক্ত শব্দের অর্থের অনুপপত্তি বা বিরোধ ঘটলে , তাকে ব্যাঘাত নামক দোষ বলা হয় ।(পূর্বেণ পশ্চিমস্যানুপপত্তির্ব্যাঘাতঃ)।

৩) পুনরুক্ত – লেখে বা শাসনে একটি অর্থ একবার উক্ত হবার পর যদি কোন বৈশিষ্ট্য যুক্ত না করে সে অর্থ আবার প্রযুক্ত হয়, তাহলে সে শাসন বা লেখ পুনরুক্ত দোষে দুষ্ট হবে ।(উক্তস্যাবিশেষেণ দ্বিতীয়মুচ্চারণং পুনরুক্তম্)।

৪) অপশব্দ – যে শাসনে একবচনাদিবচন, স্ত্রীপুংসাদি লিঙ্গ, ভূতাদি কাল ও কর্মাদি কারকের অন্যথা প্রয়োগ হয়,তাহলে সেখানে অপশব্দ দোষ হবে ।অর্থাৎ যে শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হবার বিধান রয়েছে তাকে পুংলিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহার করলে, বা যেখানে কর্ম কারক ব্যবহৃত হবার কথা সেখানে অন্য কোন কারক ব্যবহার করলে, অন্যথা প্রয়োগ হয় ।সেজন্য একে অপশব্দ দোষ বলে ।(লিঙ্গবচনকালকারকাণামন্যথা প্রয়োগোঽপশব্দঃ)।

৫) সংপ্লব – শাসনে যেখানে বর্গ অর্থাৎ যতিচ্ছেদ রাখা আবশ্যক নয় সেখানে যদি যতিচ্ছেদ করা হয়, বা যেখানে প্রয়োগ করা উচিত সেখানে বিরামচিহ্ন প্রয়োগ না করা হয় তাহলে উভয় ক্ষেত্রেই দোষ এবং তা সংপ্লব দোষ নামে অভিহিত হয় ।আবার পূর্বে যে ছয় টি লেখ গুণের উল্লেখ করা হয়েছে কোন লেখে যদি তাদের বৈপরীত্য সংঘটিত হয়, তাহলে সে শাসনও সংপ্লব দোষে দুষ্ট বলে বিবেচিত হবে ।(অবর্গে বর্গকরণং বর্গে চাবর্গক্রিয়া গুণবিপর্যাসঃ সংপ্লবঃ ইতি)।